দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 05 NOV 2007
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

নীলফামারীতে মঞ্জুরী কমিশনের নির্দেশ উপেক্ষা

বেসরকারী ভার্সিটির আউটার ক্যাম্পাসে ভর্তি

নীলফামারী জেলা সংবাদদাতা

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ উপেক্ষা করে নীলফামারীতে বিভিন্ন বে-সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের আউটার ক্যাম্পাসে এখনও ভর্তি চলছে। বিএড ও এম এডসহ বিভিন্ন কোর্সে উচ্চ ফি নিয়ে এ ভর্তি করানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় একাধিক সূত্র জানায়, মঞ্জুরী কমিশনের অনুমোদন না নিয়ে ও সরকারী নিয়ম-নীতি লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে শান্তামারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি ও এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ নীলফামারী জেলা সদরে আউটার ক্যাম্পাস চালু করে গলাকাটা কোর্স ফি নিয়ে দূরশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অভিযোগে প্রকাশ, অবকাঠামো, শিক্ষা উপকরণ ও দক্ষ প্রশিক্ষক ছাড়াই সার্টিফিকেট বিক্রির নামে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করে আসছে আউটার ক্যাম্পাস দু'টি। এ ব্যাপারে জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশের পর জেলা প্রশাসন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। অবকাঠামো ছাড়াই ভাড়া করা স্কুল ও বাড়ীতে মঞ্জুরী কমিশনের অনুমতি না নিয়ে সম্পূর্ণ অবৈধভাবে নীলফামারীর ক্যাম্পাসগুলো পরিচালিত হচ্ছে উল্লেখ করে অবিলম্বে তা বন্ধের সুপারিশ করে তদন্ত কমিটি উনিত/নীম/শিক্ষা/৯(৫)/২০৬ নং স্মারকে জেলা প্রশাসকের নিকট তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে। জেলা প্রশাসক সার্টিফিকেট বিক্রির ব্যবসা, নকল করে পাস করে দেয়ার সুযোগ দেয়ার কথা উল্লেখ করে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেপ্র/নীফাঃ/সাঃ/শিপ্রতি/অতি/তদন্ত/১১৮৯ স্মারকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে চিঠি প্রেরণ করেন। এ ছাড়া বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ খালেদ স্বাক্ষরিত বিমক/বেপ্রবিঃ/২৬৬ স্মারকে ক্যাম্পাস বন্ধের জন্য সচিবকে অনুরোধ জানান। এর পরিপ্রেক্ষিতে গত ২ সেপ্টেম্বর শিক্ষা মন্ত্রণালয় ক্যাম্পাস বন্ধ ও নতুন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি না করার নির্দেশ দিয়ে জেলা প্রশাসকের কাছে পত্র প্রেরণ করে। যার স্মারক বেপ্রবিঃ-৯/২০০৬/৫৬৪(৬৪)। কিন্তু এসব নির্দেশ উপেক্ষা করে এখনও পুরোদমে ক্যাম্পাসগুলোতে ভর্তি চলছে। সূত্র জানায়, ব্যাগফেটে মোটা অংকের টাকায় ভর্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া সেমিস্টার পরীক্ষার প্রবেশপত্র, পাঠটীকা প্রদান ও গাইড বিক্রির নামে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে।